আলমডাঙ্গার ‘স্মৃতিস্তম্ভ-৭১’ সংস্কারের দাবি

আলমডাঙ্গার বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগের স্মারক হিসেবে পরিচিত ‘স্মৃতিস্তম্ভ-৭১’। সরেজমিনে দেখা গেছে, স্মৃতিস্তম্ভটির গায়ে খোদাই করা বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নামের অধিকাংশই এখন মলিন হয়ে প্রায় মুছে গেছে। স্তম্ভের চূড়ায় অঙ্কিত জাতীয় পতাকার রংও বিবর্ণ হয়ে পড়েছে। দীর্ঘদিন ধরে সেখানে থাকা আলোকসজ্জার বাতিটিও অচল অবস্থায় রয়েছে। ফলে রাতের বেলায় স্মৃতিস্তম্ভটি অন্ধকারে ঢাকা পড়ে থাকে।

স্থানীয় সচেতন মহলের মতে, প্রতিদিন এই পথ দিয়ে রাজনৈতিক নেতা, জনপ্রতিনিধি, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধি ও অসংখ্য মানুষ চলাচল করলেও স্মৃতিস্তম্ভটির করুণ অবস্থার দিকে কার্যকর কোনো উদ্যোগ চোখে পড়েনি। ফলে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বহনকারী এই গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাটি ধীরে ধীরে হারাচ্ছে তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও সৌন্দর্য।

অনেকেই মনে করেন, জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের স্মরণে নির্মিত একটি স্মৃতিস্তম্ভের এমন অবস্থা শুধু অবহেলারই নয়, বরং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও চেতনার প্রতিও এক ধরনের উদাসীনতার বহিঃপ্রকাশ।

সচেতন মহলের দাবি, দ্রুত স্মৃতিস্তম্ভটির সংস্কার, পুনরায় নামফলক দৃশ্যমান করা, জাতীয় পতাকার রং নবায়ন এবং পর্যাপ্ত আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা হোক।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি স্থানীয় বাসিন্দাদের আহ্বান, মহান মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের স্মারক ‘স্মৃতিস্তম্ভ-৭১’- কে যথাযথ মর্যাদায় সংরক্ষণ ও সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হোক, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগ ও বীরত্বের ইতিহাস থেকে অনুপ্রেরণা নিতে পারে।

কোটচাঁদপুরে বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গের সম্মাননা স্মারক প্রদান করেছেন শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন

১১ বছরের ধারাবাহিকতায় এ বছরও বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গের সম্মাননা স্মারক প্রদান করেছেন শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে কোটচাঁদপুর সরকারি পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে আনুষ্ঠিকভাবে এ সম্মাননা স্মারক প্রদান হয়।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়, শিশু নিলয় ফাউন্ডেশনের সমৃদ্ধি কর্মসুচীর আওতায় ২০১৪ সাল থেকে উপজেলা পর্যায়ে বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গের সম্মাননা প্রদান করে আসছে সংস্থাটি। এর ধারাবাহিকতায় গতকাল মঙ্গলবার কোটচাঁদপুর সরকারি পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে এ সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়। যার মধ্যে রয়েছেন, সমাজসেবক হিসেবে আলী আকবর, বিশিষ্ট সাংবাদিক হিসেবে সুব্রত কুমার, রোকনুজ্জামান ও সাংস্কৃতিক ব্যাক্তিত্ব হিসেবে ইউনুস আলী মোল্লা, শিক্ষক মফিজুর রহমান ও মশিয়ার রহমান।

এছাড়া যুব সম্মাননা স্মারক পান শিমুল হাসান, শাকিল খান, উজ্জাল হোসেন এবং যুব মহিলা হিসেবে পান, সুমি খাতুন, সাদিয়া ইসলাম, সাথী আনতারা।

এছাড়া ওই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুরস্কার বিতরণ করা হয় তারুণ্যের উৎসবে আয়োজিত খেলায় বিজয়ীদের মাঝেও।

এ সময় অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, কোটচাঁদপুর সরকারি পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মফিজুর রহমান, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বলুহরের শেখ মোজাফর হোসেন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মশিয়ার রহমান, শিশু নিলয় ফাউন্ডেশনের সমন্বয়কারী বজলুর রশিদ, ম্যানেজার রাকিবুল হাসান, জোনাল হিসাব রক্ষক নুরুল আমিন, সহকারি উপজেলা প্রগাম অফিসার সবুজ আহম্মেদ, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা মোতালেব হোসেন।

মেহেরপুরে গণঅভ্যুত্থান স্মারক বিতর্ক উৎসবের পুরস্কার বিতরণী

“যুক্তি দিয়ে জাগো” এই শ্লোগানে জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মারক বিতর্ক উৎসব ২০২৫ এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার মেহেরপুর ডিবেটিং ফোরামের উদ্যোগে ও জেলা পরিষদের সৌজন্যে জেলা পরিষদ মিলনায়তনে এ বিতর্ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক সামিউল হকের সভাপতিত্বে এবং মেহেরপুর ডিবেটিং ফোরামের আহ্বায়ক রিদওয়ানুল হক মুজাহিদ ও জেলা পরিষদের কর্মকর্তা জাহিদুল ইসলামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানের বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য সচিব ও জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট শেখ তৌহিদুল কবীর এবং জেলা পুলিশের প্রতিনিধি ইন্সপেক্টর বজলুর রহমান।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।
ইতিহাসের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং তারুণ্যের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানের স্মরণে এবং তরুণ প্রজন্মকে সেই ঐতিহাসিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতেই এই বিতর্ক উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন আয়োজকরা।

মাধ্যমিক, কলেজ ও ডিগ্রি পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে এই বিতর্ক উৎসবে মোট ২০টি দল অংশগ্রহণ করে।
একইসাথে মেহেরপুর সরকারি কলেজে এ বিতর্ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও ডিগ্রি পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে সরকারি কলেজে বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের ফলাফল:

মাধ্যমিক পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, প্রথম রানার্সআপ জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দ্বিতীয় রানার্সআপ আমতৈল মাধ্যমিক বিদ্যালয়।
কলেজ পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ, প্রথম রানার্সআপ ছহিউদ্দীন ডিগ্রি কলেজ, দ্বিতীয় রানার্সআপ মেহেরপুর সরকারি কলেজ। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাটাগরিতে
চ্যাম্পিয়ন মেহেরপুর সরকারি কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের বিজয় ২৪ দল, রানার্সআপ রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের নবজাগরণ ২৪ দল। ডিবেটিং অব দ্য টুর্নামেন্টে মাধ্যমিক পর্যায়ে আবু জারিফ মোহাম্মদ জায়ান (জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ), কলেজ পর্যায়ে ইস্তিয়াক আহমেদ (মেহেরপুর সরকারি কলেজের দলনেতা)।

প্রধান অতিথির কাছ থেকে বিজয়ীরা সম্মাননা ক্রেস্ট গ্রহণ করেন।

জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস উদযাপন উপলক্ষে বিভিন্ন আইডিয়া আহ্বান করা হয়।
বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান থেকে মোট ৯টি আইডিয়া গ্রহণ করা হয়, যার মধ্যে ৩টি আইডিয়া বাছাই করে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বাছাইকৃত আইডিয়াগুলো হলো ১. যুক্তি দিয়ে জাগো বিতর্ক প্রতিযোগিতা ২. ক্লিন স্কুল গ্রীন স্কুল ৩. মানবতার আলো জ্বালো।

৩৬ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের সমাপনী দিনে বিভিন্ন পর্যায়ের বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।